একেবারেই একা। তার প্রেমিকা চিরকি ফাদার লিণ্ডনের মিশনে চলে গিয়েছে খ্রীস্টান হয়েই। সর্বদিক থেকে পূর্ববর্তী তিন তিনটি পাণিপথের যুদ্ধের ন্যায় এক্ষেত্রে আদি-ভারতীয় হিসেবে স্টিফান হোরোর পরাজয় এবং বিদেশী শক্তির জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গল্পটির কাহিনীতে পরিবেশিত এই সুগভীর ব্যঞ্জনা পাঠককে ভাবিত করে। ছোটগল্পের কাহিনী একমুখীন হওয়াই কাম্য। আনুপাতিক সংক্ষিপ্ততা, একমুখীনতা এবং কথাবস্তুর সম্পূর্ণতা এই গল্পটিকে কাহিনীগত সংহতির দিকে থেকে সার্থকতা দান করেছে। গল্পের পরিসমাপ্তিতে গল্পের কথক খানিকটা মধ্যবিত্ত সুলভ ভঙ্গিতে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে। কথক বলেছে, "হয়তো আমরাই একেবারে নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে স্টিফানকে হারিয়ে দিয়েছি। আর স্টিফানও সেই পরাজয়ের দুঃখে বনবাসে চলে গেল।" কথকের এই বক্তব্য আসলে তার মধ্যবিত্তসুলভ জবাবদিহি মাত্র। গল্পকার সুবোধ ঘোষ এই কথাবস্তু উপস্থাপনে ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ, আদিবাসী মানুষের ভারতবর্ষ, মধ্যবিত্তের ভারতবর্ষ বা নৃতত্ত্ব, ইতিহাস এবং আধুনিক ভারতীয় জীবনবোধের মধ্যে একটা সংযোগ, সংহতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু ইতিহাসে নির্মমতা কাহিনীকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে।

ছোটগল্পের চরিত্রসংখ্যা হাতে গোনা যায়। অগণিত চরিত্রের আগমন-প্রত্যাগমন ছোটগল্পে পরিদৃশ্য হয় না। 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পের প্রধান চরিত্র স্টিফান হোরো। স্টিফান হোরোকে গল্পের নায়ক হিসেবে গণ্য করতে আমাদের অসুবিধে হয় না। ফাদার লিণ্ডনের স্কুলে যেসব ছাত্র পড়াশোনা করে তাদের মধ্যে স্টিফান হোরো অন্যতম। স্টিফান হোরো ইতিপূর্বে গোত্রান্তরিত হয়েছে। আদিবাসী থেকে দীক্ষিত খ্রীষ্টান হয়ে ফাদার লিণ্ডনের স্কুলের ছাত্র হয়েছে স্টিফান হোরো। গল্পে পাঁচজন দীক্ষিত খ্রীষ্টান ছাত্রের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে কিন্তু গল্পের বিকাশ ও বিবর্তন নির্ণিত হয়েছে স্টিফান হোরোর পথচলার অনুষঙ্গে। গল্পের কথক মি. ঘোষ বাঙালী মধ্যবিত্ত ছাত্র তার সহপাঠী স্টিফান হোরো সম্বন্ধে জানিয়েছে— "ওদের মধ্যে ঐ একটিমাত্র কালো কেউটে ছিল, স্টিফান হোরো। বড় উদ্ধত ছিল স্টিফানের স্বভাবটা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, হোরোর কাছে আমাদের আভিজাত্য চুপে চুপে হার মেনে নিত।" স্টিফান হোরোর প্রবল আত্মসম্মানবোধ ও জাত্যাভিমান যে অন্যের তুলনায় নগণ্য ছিল না মি. ঘোষের এই অভিমত সেই প্রমাণ দাখিল করে। পড়াশোনায় সে মেধাবী। বাঙালি বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত গোত্রের ছাত্রদের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে ওঠে স্টিফান হোরো। গল্পের কথক জানিয়েছে— "লেখাপড়ার ব্যাপারে হোরো আমাদের মনের শান্তি নষ্ট করতে চলেছে। ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে আমাদের ইন্দুকেও পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশি পেল।" সে তার ধীশক্তির আরো বিস্তর প্রমাণ রেখেছে। সে নিউ টেস্টামেন্টের গাথাগুলি সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করে ফার্স্টপ্রাইজ ছিনিয়ে নিতে পারে। সে অ্যাডিশনাল ইংরেজি ছেড়ে সংস্কৃত নিয়ে শতকরা পঁচাত্তর নম্বর পেয়ে সকলকে হতবাক্ করে দিতে পারে। সংস্কৃত পাঠ যে অনার্যের অনধিকার এই প্রচলিত ধারণা তার কাছে চূড়ান্তভাবে ভুল প্রমাণিত হয়ে যায়। আবার সকলের কাছে হকি স্টিক ধার চেয়ে, তা না পেয়ে পা দিয়ে হকি খেলে সবাইকে বিস্মিত করে। এভাবেই সে তার ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং আত্মাভিমানের স্বরূপ উপস্থাপন এই করেছে গল্পে।

Scanned by CamScanner

সে বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছাত্রদের চালাকি সহজেই ধরে ফেলতে পারে। তাকে হকি স্টিক ধার না দেওয়াটা সে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারে না। সে বাঙালি ছাত্রদের পিকনিকে যোগদান করবার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করে না। সে আপন অন্তরে কাঠবিড়ালী মেরে স্বাভাবিক আনন্দ আস্বাদন করে। ফাদার লিণ্ডনের তার প্রতি অস্বাভাবিক দুর্বলতার স্বরূপ সে উপলব্ধি করতে পারে। ফাদার লিণ্ডন তাকে খ্রীষ্টান ধর্মমূলক গ্রন্থ 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' পড়ায়, চা-বিস্কুট খাওয়ায় এবং ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার জন্য তার বাসের টিকিট কিনে দেয়। ফাদার লিণ্ডনের এই সব কাজের মধ্যে কতটা ধর্মীয় উম্মাদনা ছিল আর কতটা আন্তরিকতা ছিল তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি স্টিফান হোরোর। গল্পে তাই দেখা যায়, স্বাভাবিক জীবনবোধের তাড়নায় প্রকৃতির সন্তান জঙ্গলের সন্তান স্টিফান জঙ্গলেই ফিরে গিয়েছে ফাদার লিণ্ডনের সমস্ত মোহকে উপেক্ষা করে।

স্টিফান হোরো আস্তে আস্তে জগৎ ও জীবনকে বুঝতে সক্ষম হয়। সহপাঠীদের বন্ধুত্ব এবং ফাদার লিণ্ডনের সহানুভূতির তাৎপর্য সে আত্মস্থ করতে পারে। সহপাঠীরা জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ক্লাস বয়কট করলে স্টিফান সেই বয়কটে অংশগ্রহণ করে না। অন্যদিকে ফাদার লিণ্ডনকে সে আত্মার জন মনে করে না, তুলনায় তার অন্তরাত্মা সাড়া দেয় বুড়ো সোখার আহ্বানে এবং কিশোরী চির্‌কির ভালবাসার আকর্ষণে।

স্টিফানকে কেন্দ্র করে বুড়ো সোখা এবং ফাদার লিণ্ডনের মধ্যে এক অদৃশ্য লড়াই শুরু হয়েছে। স্টিফান কিসের এক অমোঘ আকর্ষণে প্রতি মঙ্গলবার হাটে গিয়ে বুড়ো সোখার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সে বুরুতে গিয়ে নাচ-গান করে, ইলি খেয়ে নেশা করে, জংলীদের সঙ্গে মিশে সেণ্ডেরা করে, টাঙি হাতে নিয়ে উৎসবে পাগলের মত নাচে, তীর দিয়ে হরিণ শিকার করে। এসব তার জঙ্গল-জীবনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। চির্‌কি মুরমুর সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। চির্‌কি তার পা ধুইয়ে দেয়, তাকে জড়িয়ে ধরে। সে আপন মনে চির্‌কির গানের সুর তোলে নিজের বাঁশিতে। ক্রমান্বয়ে স্টিফান হোরো জঙ্গল-জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। ফাদার লিণ্ডন হোরোকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দিতে চায় না, তাকে চা-বিস্কুট খাইয়ে, বাস ভাড়া দিয়ে পোষ মানিয়ে রাখতে চায়। তাকে নিয়ে যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে তাতে অরণ্য-সন্তান স্টিফান হোরো অরণ্য-পক্ষ অবলম্বন করে। এই টানাপোড়েনের পোশাকি নাম চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। ফাদার লিণ্ডনের শতপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অরণ্যকে রক্ষা করবার লড়াইয়ে সে মুণ্ডাদের সঙ্গী হয় বিরসা ভগবানের নির্দেশে। পরিণামে তার আটবছর কারাবাস হয়, তার প্রেমিকা চির্‌কি তাকে ছেড়ে খ্রীস্টান হয়ে যায়। সে এখন একান্ত একা, সে এখন ভগবান বিরসার শিষ্য, ফাদার লিণ্ডনের ছাত্র নয়। 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পের স্টিফান হোরো এক অসাধারণ চরিত্র। জন্মসূত্রে সে মুণ্ডা আদিবাসী-ধর্মান্তরিত হয়ে সে খ্রীষ্টান-খ্রীষ্টানধর্ম ত্যাগ করে সে পুনরায় মুণ্ডা আদিবাসী হয়েছে। স্কুল জীবনের পূর্বে সে ছিল মুণ্ডা, স্কুল জীবনের শেষে সে হয়ে উঠেছে মুণ্ডা। গল্পের পূর্বপটে সে ছিল অরণ্য-

Scanned by CamScanner

সন্তান, গল্পের অন্তেও সে অরণ্য সন্তান। আট বছর কারাবাস করে সে তাই সমাজে ফিরে গিয়েছে অরণ্যে। এভাবেই স্টিফান হোরো চরিত্রের একটি পর্ব জীবনের ভাবপরিমণ্ডলে পূর্ণতা পেয়েছে। সে মেধাবী, সে আত্মপ্রত্যয়ী, স্বাধীনচেতা শক্তিমান। তাকে একই সঙ্গে দুই শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। একদিকে মর্যাদাহীন শহুরে সহপাঠী এবং অপরদিকে ফাদার লিণ্ডন তথা বৈদেশিক শক্তি। তার পরাজয় তাকে বিজয়ীর সম্মান দেয়, ফাদার লিণ্ডনদের জয় তাদেরকেই কালিমালিপ্ত করে। এভাবেই ঐতিহাসিক পটে সুবোধ ঘোষ মুণ্ডা আদিবাসী স্টিফান হোরোর এক নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট স্টিফান হোরো এককালিক হয়েও সর্বকালীন, নির্যাতিতের অপমানিতের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কালের নির্যাস নির্মাণে সুবোধ ঘোষ এবং তাঁর স্টিফান হোরো সর্বাঙ্গীণভাবে সফল।

'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পের ফাদার লিণ্ডন চরিত্রটি ...

যা এককথায় অনবদ্য।

'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পের শিরোনাম অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময়। ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে দেখা যায় পাণিপথে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই ভারত-ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। ১৫২৬খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাবর দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছে। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মোঘল সম্রাট আকবর হিমুকে পরাজিত করে মোঘল সাম্রাজ্যকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালি বালাজি বাজিরাওকে পরাস্ত করেছে। প্রতিটি যুদ্ধের পরিণাম একই, ভারতীয় শক্তির পরাজয় বিদেশী শক্তির নিকট। এই বারংবার পরাজয়ের কারণ ভারতীয়দের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক বিদ্বেষভাবাপন্ন মনোভাব। গল্পকার তার 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে' অনুরূপ এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। বাঙালি বিহারী ছাত্রদের সঙ্গে আদিবাসী মুণ্ডা ছাত্রদের কোন রকম প্রীতিসুন্দর সম্পর্ক ছিল না। তারা প্রত্যেকেই ভারতীয় কিন্তু তারা পরস্পরে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। স্টিফান হোরোর পরাজয় ঘটেছে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ফাদার লিণ্ডনের নিকট। ভারতবাসী হিসেবে বাঙালী বা বিহারী ছাত্ররা সেদিন স্টিফানের পক্ষাবলম্বন করেনি। মি. ঘোষের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। "হয়তো আমরাই একেবারে নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে স্টিফানকে হারিয়ে দিয়েছি।" হয়তো নয় নিশ্চিতভাবে 'নিরপেক্ষ' থাকার অছিলায় মি. ঘোষেরা ফাদার লিণ্ডনকে এই ধর্মযুদ্ধে, চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে জিতিয়ে দিয়েছে, স্টিফান হোরোকে হারিয়ে দিয়েছে। ইতিহাস সচেতন গল্পকার সুবোধ ঘোষ ইতিহাসের অনুষঙ্গে তিন তিনটি পাণিপথের যুদ্ধের পরিণামের সাদৃশ্যে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধের পরিণামকে একান্ত নিজস্ব রচনা কৌশলে রূপদান করেছেন 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পে। গল্পকারের বক্তব্যের গভীরতর ব্যঞ্জনায় এবং গল্পের পরিণাম প্রদর্শনে এই শিরোনাম সার্থক।

'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পের গঠন-নৈপুণ্য অনন্য মাত্রা লাভ করেছে। একই সঙ্গে নৃতত্ত্ব, ইতিহাস এবং আধুনিক সমাজ-বাস্তবতা গল্পকারের সৃষ্টিকৌশলে অভিনব

Scanned by CamScanner

রূপ লাভ করেছে, যার দ্বারা গল্পকার তাঁর ইঙ্গিত ভাবের উপস্থাপন ঘটিয়েছেন সার্থকভাবে। গল্পে ব্যবহৃত সঙ্গীতটি গল্পের গঠন বৈচিত্র্যকে আরো ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে। গল্পে সঙ্গীতটি প্রথমে শোনা গিয়েছিল স্টিফান হোরোর বাঁশির সুরের অভিব্যঞ্জনায়। সঙ্গীতটি যদিও গুন গুন করে আপন মনে গেয়েছিল রিচার্ড টুডু। "রাতা মাতা বিরকো তালা/রে নালো হোম নির্‌জা/রাগা ইংগা..."। এই সঙ্গীতটি চির্‌কি মুরমু শুনিয়েছিল স্টিফানকে। সঙ্গীতটির অর্থ, "শোন আমার জোয়ান বন্ধু, পালিয়ে যেও না, এই ঘন জঙ্গলে আমায় একা ফেলে চলে যেও না"। এই সঙ্গীতটি কেবল রিচার্ড টুডুকে আন্দোলিত উদ্বেলিত করেনি, গল্পের কথক মি. ঘোষ এবং ইন্দুকেও আবিষ্ট করেছিল। ইন্দু তাই চাপা সুরে আবৃত্তি করেছে— "শুন শুন হে পরাণ পিয়া..."। গল্পে পরিবেশিত এই সঙ্গীতটি কেবল গঠনগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা নয়; ভাবগত দিক থেকেও সঙ্গীতটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সঙ্গীতটি একই সঙ্গে প্রেমিক পুরুষের মনোভাব ব্যক্ত করে, আবার প্রেমিকা নারীর মনোভাবও ব্যক্ত করে। গল্পে নারী পুরুষ নির্বিশেষে একাধিক কণ্ঠে সঙ্গীতটি স্থানপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রেমানুভূতির নির্বিশেষ রূপটি এখানে ধ্বনিত হয়েছে। আবার প্রেম যে খ্রীষ্টান, বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত বা আদিবাসী নারী-পুরুষ ভেদে একই রকম ভাবে অনুভববেদ্য তাও গল্পপাঠে উপলব্ধ হয়। সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এই সঙ্গীতটি স্টিফান ও চির্‌কির সম্পর্কের ক্ষেত্রে। যে চির্‌কি একদা এই সঙ্গীতটি স্টিফানকে শুনিয়েছিল, যাতে সে বলতে চেয়েছিল স্টিফান যেন চির্‌কিকে না ছেড়ে যায়, গল্পের পরিণামে কিন্তু দেখা যায় চিরকি-ই স্টিফানকে ছেড়ে ফাদার লিণ্ডনের কনভেন্টে আশ্রয় নিয়েছে। গল্পে এই সঙ্গীতটি নানান ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পের রস পরিণতি আলোচনার দাবি রাখে। সাধারণ তাৎপর্যে 'যুদ্ধ' মানেই বীর রসাত্মক গল্প। এদিক থেকে 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' বীর রসাত্মক গল্প নয় বরং একে করুণ রসাত্মক গল্প বলা উচিত। ফাদার লিণ্ডন বিজয়ী হলেও স্টিফানকে ধরে রাখতে পারেনি তাই তার অন্তরবেদনা বিষাদঘন ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। আক্ষরিক অর্থে বুড়ো সোখার দীপান্তর, স্টিফান হোরের কারাবাস পাঠকের মর্মকে পীড়িত করে। স্টিফানের সঙ্গে চির্‌কির বিচ্ছেদ সহৃদয় পাঠককে বিমর্ষ করে তোলে। আবার চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি মি. ঘোষের বাচনিক অভিব্যক্তি তার দ্বিধাদীর্ণ সত্তাকে প্রতিফলিত করে। সামগ্রিক তাৎপর্যে গল্পের পরিণাম তাই বিষাদাত্মক বলা চলে। ধর্মযুদ্ধের বাতাবরণ ও পরিণাম নির্ণিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু বীররসের গল্প এটি নয়। গল্পকার সুবোধ ঘোষ নিজস্ব রচনা নৈপুণ্যে চিরন্তন নিপীড়িত মানবতার এক বিশেষ স্বরূপ সার্থকভাবে এই গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। এখানেই গল্পকার অনন্য এবং অভিনব।

Scanned by CamScanner

* * *

পরশুরামের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গড্ডালিকা'র দ্বিতীয় গল্প 'চিকিৎসা সঙ্কট'। 'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পের কথাবস্তু সামান্য। কাহিনীর শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ উপকাহিনী দেখা যায় না। গল্পের নায়ক বিপত্নীক নন্দবাবু চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। নন্দবাবুর আঘাত সামান্য হলেও তাঁর বন্ধুবর্গ নন্দবাবুর আঘাতকে সামান্য বলতে রাজি নন। বন্ধুবর্গের পরামর্শ মত নন্দবাবু এ্যালোপাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ এবং হাকিমের কাছে ক্রমান্বয়ে চিকিৎসা করাতে যান। এই সব ডাক্তার বাবুরা প্রত্যেকে নন্দবাবুর আঘাত সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অবশেষে নন্দবাবু আচমকা এক লেডি ডাক্তার মিস বি. মল্লিক, মিস বিপুলা মল্লিকের কাছে উপস্থাপিত হয়। ডাক্তার বিপুলা মল্লিক জানিয়ে দেন নন্দবাবুর কোনো রোগ নেই, নন্দবাবুর দরকার একজন অভিভাবক। এই বিপুলা মল্লিকের সঙ্গে নন্দবাবুর বিয়ে হয় এবং নন্দবাবুর বাড়ির সান্ধ্য আড্ডাটি ভেঙে যায়। এখানেই গল্পের কথাবস্তুর সমাপ্তি।

'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পের কথাবস্তুর পরিসর সামান্য। মানব জীবনের একটি সামান্য ঘটনাকে অবলম্বন করেই কাহিনীর সূচনা এবং সমাপ্তি ঘটেছে। ছোটগল্পের সীমারেখায় কাহিনীর সূচনা আকস্মিক ভাবে এবং সমাপ্তিতে পাঠক মনে জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। নন্দবাবুর ট্রাম গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্তি কাহিনীর আকস্মিকতাকেই

Scanned by CamScanner

নির্দেশ করে এবং সমাপ্তিতে নন্দবাবু-বিপুলা মল্লিকের দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ জানবার আগ্রহ পাঠক মনে অতৃপ্তির ভাব রেখে যায়। এদিক থেকে কাহিনী রূপায়ণে পরশুরাম সফল। তবে, লক্ষণীয় যে প্রথম চারজন ডাক্তারকে কেন্দ্র করে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেক্ষেত্রে কাহিনীর পরিণামমুখী গতি পরিলক্ষিত হয় না। আচমকা পঞ্চম ডাক্তারের ক্ষেত্রে কাহিনী climax-এ উপনীত হয়েছে এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ কাহিনী উপসংহারে পর্যবসিত হয়েছে। কাহিনী-গতির অভিমুখটি নিচের রেখাচিত্রের মতই বলে আমাদের মনে হয়। নন্দবাবুর পর পর চারটি ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিল কিন্তু চারটি ক্ষেত্রেই নন্দবাবু তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। এই বিরূপ অভিজ্ঞতাই নন্দবাবুকে বিপুলা মল্লিকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। নারী তার অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা নন্দবাবুকে সারিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম চারজন ডাক্তারের তুলনায় পঞ্চম ডাক্তারের চিকিৎসা বিসদৃশ লাগে ঠিকই কিন্তু নন্দবাবুর তিক্ত অভিজ্ঞতার অনিবার্য পরিণামে বিপুলা মল্লিকের চিকিৎসা-ই সঠিক বলে অনুমিত হয়। এভাবেই 'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পের কাহিনী পরিণতিমুখী হয়ে উঠেছে। 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী'র প্রথম খণ্ডে স্থানপ্রাপ্ত 'গড্ডালিকা' সংকলনের দ্বিতীয় গল্প 'চিকিৎসা সঙ্কট'-এ ছয়টি চিত্র স্থান পেয়েছে, যা হাস্যরসাত্মক এই গল্পের কাহিনীকে অধিক পরিমাণে উপভোগ্য করে তুলছে।

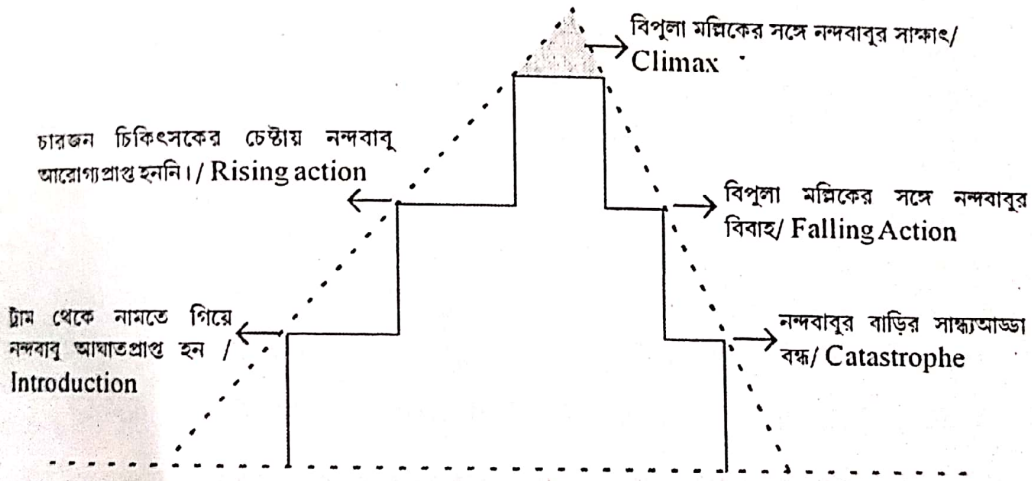

'চিকিৎসা-সঙ্কট' গল্পের চরিত্র সংখ্যা অধিক নয়। গল্পের প্রধান চরিত্র নন্দবাবু। নন্দবাবুর পুরো নাম শ্রীনন্দদুলাল মিত্র। শ্রীনন্দদুলাল মিত্র বন্ধুবর্গের নিকট নন্দবাবু নামে পরিচিত। হাস্যরসাত্মক এই গল্পে নন্দবাবুর 'নন্দদুলাল' নামটি— বেশ হাস্যরসের সঞ্চার করে। 'দুলাল' শব্দের মধ্যে যেমন একটি ছেলেমানুষী ভাব বা নাবালকত্ব অনুমিত হয় তেমনি নন্দবাবুর বয়স চল্লিশ হলেও তার কাজকর্মে বা আচরণে প্রাপ্তবয়স্কের কোনো ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। এছাড়া তার পদবী 'মিত্র'। সাধারণ ভাবে 'মিত্র' বললে 'সখা' বা 'বন্ধু'কে বোঝানো হয়ে থাকে, অথবা যার শত্রু নেই এরকম একটা ধারণা গড়ে ওঠে। গল্পে দেখা যায় নন্দবাবু কারুর শত্রু নয়। কেউ তার শত্রু নয়, সকলের সঙ্গে সে সদ্ভাব বজায় রেখেছে। পরশুরাম তার সৃষ্টির পরতে পরতে হাস্যরসের সঞ্চার করে থাকেন। তাই তিনি সচেতন ভাবে নামের সঙ্গে 'দুলাল' শব্দটি সংযুক্ত রেখেছেন। একে বিপত্নীক,

Scanned by CamScanner

নন্দবাবুর [illegible]

রসপরিণতির দিক থেকে আলঙ্কারিক নির্দেশিত নয়টি রসের মধ্যে 'চিকিৎসা-সঙ্কট' গল্পে হাস্যরসের উৎসারণ ঘটেছে। চরিত্র সমূহের আচরণ ও ঘটনাস্রোত হাস্যরসের আমদানি করেছে। চারজন পুরুষ ডাক্তারের আচরণ হাস্যরসের ঢেউ তোলে। 'ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধে নাড়ীর উপর একটি মোটর কারের স্পার্কিং প্লাগ ঠেকাইয়া বলিলেন— 'বহুত মজে সে চল্ রহা।'-এই সিচুয়েশন নিশ্চিতভাবে পাঠকের অন্তঃকরণে হাসির যোগান দিয়ে থাকবে। ডাক্তার তফাদারের এই বর্ণনাভঙ্গি দ্বিতীয়বার আরো স্বচ্ছভাবে হাসির উদ্রেগ করে। সে যখন নন্দবাবুকে বলে— "তবে সন্দেহ করছি cerebral tumour with strangulated ganglia। ট্রিফাইন ক'রে মাথার খুলি ফুটো ক'রে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শট-সার্কিট হয়ে গেছে।" এ রকম অসংখ্য বাক্য, বাক্যাংশ বা বাক্য সমষ্টির উদাহরণ উত্থাপিত করা যায়— যে সব ক্ষেত্রে সহজাত ভাবে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে। 'হাঁচোড়-পাঁচোড় করে', 'তোমার পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যাল্‌কুলস হয়েছে', 'দেলাম ঠুকে এক দলা চ্যবনপ্রাশ', 'ওরে অ ক্যাবলা, দেখ্ দেখ্ বিড়েলে সব্‌ড়া ছাগলাদ্য ঘ্রেত খেয়ে গেল', 'হয় Zানতি পার না', 'হড্‌ডি পিলপিলায় গয়া', 'মাথার হাড় বিলকুল লরম হয়ে গেছে', 'তাহার ব্রহ্মতালুর উপর দু'ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ কামাইয়া দিল, আর একজন তাহার উপর একটা দুর্গন্ধ প্রলেপ লাগাইল', 'এহচ্চে বব্বরী সিংগির মাথার ঘি',— এ রকম শব্দ, বাক্য ব্যবহারে, সিচুয়েশন নির্মাণে হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়া পরশুরাম তাঁর 'চিকিৎসা-সঙ্কট' গল্পে যে ছয়খানি চিত্রের সংযোজন করেছেন তা পাঠকের নিকট হাস্যরস পরিবেশন করে থাকে। চয়টি চিত্রের নীচে লেখা রয়েছে—'এখন জিভ টেনে নিতে পারেন', 'হাঁচোড়-পাঁচোড় করে', 'হয় Zানতি পার না', 'হড়্‌ডি পিলপিলায় গয়া', 'দি আইডিয়া' এবং 'বিপুলানন্দ'। এই সব চিত্রসজ্জা নীরেটে হাস্যরসের স্রোতধারা সৃষ্টি করেছে।

হাস্যরসের নানান শ্রেণিকরণের মধ্যে 'চিকিৎসা-সঙ্কট'-এ পরিবেশিত হাস্যরসকে satire বলা যায়। চিকিৎসার সঙ্কট নিবারণ করা গল্পকারের উদ্দেশ্য নয়, চিকিৎসা-সঙ্কটের স্বরূপ উপস্থাপিত করাই গল্পকারের অভীপ্সা। হাসি প্রধানতঃ social criticism। এই criticisim এর ক্ষেত্রে 'কেউ তিরস্কার করেন কেউ বা অশ্রুপাত করেন'।

Scanned by CamScanner

হাসি সর্বদা উদ্দেশ্যমূলক যদিও নির্মল কৌতুকহাস্যের মধ্যে কোনোরূপ উদ্দেশ্যমূলকতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে হাসির নানান পর্যায় Humour, Satire, Wit, Fun-এ সবই যে সব সময় নির্দিষ্ট রূপে পৃথক থাকে নির্দিষ্ট রচনায় তা বলা যায় না, বরং এদের মধ্যে পারস্পরিক মিশ্রণ দেখা যায়। 'চিকিৎসা-সঙ্কট'কে একই সঙ্গে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের সংমিশ্রণ বলা যায়। এই গল্পে পরশুরাম ধণী পিতার অলস-আরামপ্রিয় সন্তান- তার বন্ধুবর্গ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার সামাজিক অবস্থানকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করতে চেয়েছেন।

শিল্প পরিণতির দিক থেকে 'চিকিৎসা-সঙ্কট' গল্পকারের প্রথম সারির সৃষ্টি। কাহিনী-কাহিনীর পরিণতি-চরিত্র সমূহের স্বরূপ রূপায়ন, হাস্যরসের পরিবেশন গল্পটিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। গল্পের নামকরণ বিষয়কেন্দ্রিক। চরিত্র সমূহের মুখের ভাষা-স্থান-কাল-কেন্দ্রিক। দেশি-বিদেশী সব রকম শব্দ 'চিকিৎসা-সঙ্কট'-এ প্রযুক্ত হয়েছে। 'চলন্তিকা'র প্রণেতা পরশুরাম যে ভাষা সংস্থাপনে পূর্ণমাত্রায় সফল হবেন এ বিষয়ে পাঠকের সংশয় থাকে না। পরশুরামের গল্প, প্রবন্ধ ও অনুবাদ রচনার ভাষা স্বতন্ত্র, বিষয় অনুযায়ী তিনি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রীতি গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি কোনো সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হননি। ''ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিজীবী লেখক প্রমথ চৌধুরী এমন কি রবীন্দ্রনাথের পথ গ্রহণ না করে একটু অন্য ধরণের আদর্শ গ্রহণ করতে চাইলেন।'' তাঁর গল্পগুলিতে সাধু ও চলিতের মিশ্ররূপ লক্ষ্য করা যায়। গল্পগুলির মধ্যে যখন বর্ণনামূলক রীতি কার্যকর তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধু রীতি এবং যখন সংলাপ রীতি প্রযুক্ত তখন চলিত রীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা গিয়েছে। 'চিকিৎসা-সঙ্কট'এ এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 'তাঁহার পিতা পশ্চিমে কমিসারিয়টে চাকরি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন' (সাধু রীতি); 'মাথা ঠিক ঘোরে নি, কেবল কোঁচার কাপড় বেঁধে—' (চলিত রীতি)। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি কোনো রকম বাছ্‌বিচার করেন নি।, তাই সাধু, চলিত, প্রাদেশিক, বিদেশী সব রকম শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিবাহ', 'ঝি', 'থিয়েটার', 'সিনেমা', 'ফুটবল ম্যাচ', 'উহুঁ', 'ফিজিশিয়ান', 'ডাক্তার', 'নগ্নগাত্রে', 'বহুত মজে সে চল্ রহা', 'থোড়েসি কসর হ্যায়', 'কটমট', 'হাঁচোড়-পাঁচোড়', 'পয়ছা' (পয়সা), 'বাবুর কন্‌থে আসা হচ্ছে', 'অঃ ন্যাপলা, তাই কও', 'প্যান প্যান', 'ট্যাঁ ট্যাঁ'-এই রকম নানান শ্রেণির শব্দ তিনি অবলীলায় প্রযুক্ত করেছেন। এছাড়াও লক্ষণীয় হল ইংরেজি শব্দ বাংলা হরফে এবং ইংরেজি হরফে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'cerebral tumour with strangulated ganglia,' 'দি আইডিয়া'। আবার— 'Zানতি পারনা'-এখানে 'Zানতি' শব্দটির ক্ষেত্রে বর্ণ সংযোজন চমৎকার, যা সহজে অন্য লেখকের রচনায় দৃষ্টিগোচর হয় না। সামগ্রিক ভাবে বলা যায়, পরশুরামের ভাষ রীতি, বর্ণবিন্যাস রীতি স্বতন্ত্র, যা তাঁর একান্ত নিজকৃত রীতি। এই রীতির সমগোত্রীয় রীতিতে 'চিকিৎসা-সঙ্কট' পরিবেশিত হয়েছে। 'চিকিৎসা-সঙ্কটে'-এর ভাষারীতি পরশুরামের নিজস্ব রীতি। চরিত্র ও কাহিনীর অনুগ হয়েও ভাষাসজ্জা গল্পটিকে সাফল্য দান করেছে।

Scanned by CamScanner